ভোরের কাগজ

16 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...

ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠান কেন বন্ধ করা হবে?

বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরের যৌথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি, নার্সিং কাউন্সিল, ফার্মেসি কাউন্সিল, হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা বোর্ড এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে ডিপ্লোমা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই বোর্ডগুলোর দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুগোপযোগী ডিপ্লোমা শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আজ বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি উৎকর্ষে পিছিয়ে পড়ে বিশ্বের গরিব দেশগুলোর শীর্ষে অবস্থান করছে।

এ দেশের সচেতন ব্যক্তি জানেন পুর্তুগিজ জলদস্যু ও ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে গড়ে তোলা প্রশাসনিক জটিল নিয়মতান্ত্রিকতার কারণেয, একটি নতুন ইনস্টিটিউট অথবা ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার পূর্বে কতো রকম চড়াইউৎরাই পার করতে হয়। যিনি অধ্যক্ষ বা প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত হন তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, এদেশে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে শ্রম, মেধা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার সমন্বয় ঘটানোর পরও কতোরকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।

দুর্ভাগ্যজনক সত্য যে, প্রতিষ্ঠিত যতোগুলো ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট বন্ধ করা হয়েছে তার কোনোটিই বন্ধ করার পূর্বে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা যথাযথ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নেওয়া হয়নি। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইনস্টিটিউটসমূহ বন্ধ করা হলে প্রতিষ্ঠানগুলোর পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে তার পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিবের দায়িত্ব পালনকালে নিজের হাতে গড়া ৪০টি মেডিকেল স্কুল বন্ধ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা, শিক্ষা পরিচালক। তা নাকি পার্শ্বের কক্ষের মহাপরিচালককেও অবহিত করানো হয় নাই।

মেডিকেল স্কুলসমূহে শিক্ষা কোর্স কার্যক্রম বন্ধ করার ফলে ধ্বংস হয়েছে ২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য স্লোগান বাস্তবায়ন কর্মসূচির মতো একটি মহৎ উদ্যোগ। এই দেশের গ্রামের মানুষ বঞ্চিত হয়েছে আধুনিক চিকিৎসা সেবা থেকে। আজকে এই ইনস্টিটিউটসমূহে শিক্ষা কোর্স কার্যক্রম চালু থাকলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা অর্জন করে প্রযুক্তিবিদগণ নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে শিল্প কারখানা, খামার গড়ে তুলতো এসব ডিপ্লোমাধারীর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তি পৌছে যেতো, দেশের প্রতিটি গ্রাম হতো কৃষি, মৎস্য, পশু, কারিগরি, বস্ত্র, যোগাযোগ এবং চিকিৎসা সেবায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ডিপ্লোমা চিকিৎসকরা নিজ গ্রামে গড়ে তুলতো প্রযুক্তি চিন্তাশীল হাসপাতাল ও ক্লিনিক। এদেশের এতো মানুষ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতো না। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা পেতো তাদের চাহিদামতো দক্ষ জনশক্তি। ফলে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতো। আজকে প্রতিটি গ্রামে পশু চিকিৎসকের উপস্থিতি থাকলে বর্তমান সরকারের 'ছাগল পালন কর্মসূচির মতো মহৎ উদ্যোগ ত্বরান্বিত হতো আধুনিক প্রযুক্তি চিন্তায়।

আমাদের দেশে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হলো কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা বোর্ড, ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় শিক্ষা বোর্ড, স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি, নার্সিং কাউন্সিল এবং ফার্মেসি কাউন্সিল। ডিপ্লোমা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহ পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি নীতির বিশ্ব আন্দোলন প্রতিযোগিতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আমাদের এখন প্রয়োজন পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি নীতি সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক বিষয়ে নতুন নতুন ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। দেশের সকল কলেজসমূহে প্রযুক্তিনির্ভর আত্মকর্মসংস্থান বিষয়ক ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স চালু করে বেকার জনগোষ্ঠী উৎপাদন রোধ করা এখনই জরুরি। স্বল্প ব্যয়ে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ তৈরির লক্ষ্যে প্রতিটি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটসমূহ ইভিনিং এবং নাইট শিফ্‌ট চালু করা প্রয়োজন। বেসরকারি ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজ সচেতন বিদ্যানুরাগী, বিদ্রোৎসাহী ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহ প্রদান করাও একান্ত কর্তব্য।

আজকের দিনে আমাদের প্রয়োজন ডিপ্লোমা শিক্ষার ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্মিলন। সকল বোর্ড, ফ্যাকাল্টি ও কাউন্সিল এবং অধিদপ্তর, পরিদপ্তর থেকে ডিপ্লোমা শিক্ষা কার্যক্রম অপসারণ করে একটি 'সম্মিলিত ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড'-এর মাধ্যমে কোর্স কার্যক্রম পরিচালিত হলে প্রশাসনিক শ্রম এবং সময় অনেক সাশ্রয় হবে। দেশ আর্থিকভবে অনেক লাভবান হবে। জাতি দ্রুত প্রযুক্তি উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

ড. এ কে এম আব্দুল মতিন
অধ্যাপক
মেরিন সায়েন্স ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়